নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

বকুল

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

বকুল

কাহিনী : মনোজ বসু

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : ভোলানাথ মিত্র

গীতিকার : তড়িৎকুমার ঘোষ ; সঙ্গীত পরিচালনা : প্রনব দে (নীলু) চিত্র-শিল্প : রবি ধর (তত্ত্বাবধানে), শৈলজা চট্টোপাধ্যায় ; শব্দ-যন্ত্র : রণজিৎ দত্ত সম্পাদনা : হরিদাস মহলানবিশ ; শিল্পনির্দেশ : সুনীতি মিত্র ; পরিস্ফুটন : পঞ্চানন নন্দন ; মঞ্চনির্মাণ : পুলিন ঘোষ ; দৃশ্য-পট : রামচন্দ্র সাণ্ডে ; সাজসজ্জা : যতীন কুণ্ডু ; রূপ-সজ্জা : মদন পাঠক ; স্থির চিত্র : প্রভাকর হালদার ; শিল্পী-সংগ্রহ : বীরেন দাস ; ব্যবস্থাপনা : ছবি ঘোষাল . প্রধান কর্ম্মসচিব : জগদীশ চক্রবর্ত্তী।

সহকারীগণ :

পরিচালনা : নন্দদুলাল মজুমদার, এস্ এম আইয়ুব। সঙ্গীত : প্রভাস দে। চিত্রশিল্প : দুর্গা রাহা, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। শব্দ-যন্ত্র : প্রদ্যোত সরকার। পরিস্ফুটন : বলাই ভদ্র, তারাপদ চৌধুরী, অবনী মজুমদার, সতোন বসু। আলোক সম্পাত : পৃথ্বিশ চৌধুরী, মহম্মদ রেজাক, পরমেশ্বর সিং। মঞ্চ-নির্ম্মাণ : রতন প্যাটেল, কমল দাস। মঞ্চসজ্জা : প্রহ্লাদ পাল, ফণি চিত্রকর। রূপসজ্জা : গোপাল হালদার, শিবু দাস। স্থির চিত্র : প্রীতিকর হালদার, ভোলানাথ কয়েল। শিল্পী-সংগ্রহ : ধীরেন দাস, গৌর দাস। ব্যবস্থাপনা : মনোজ মিত্র, খগেন হালদার।

—ভূমিকায়—

বকুল : মাঃ বিভু। জয়ন্তী : অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়। অমরেশ : উত্তমকুমার। মনোরমা : শোভা সেন। জনার্দ্দন : হরিমোহন বসু। মামাবাবু : তুলসী চক্রবর্ত্তী।

অন্যান্য চরিত্রে : রেখা চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ্তা রায়, মুকুলজ্যোতি, আশালতা, লক্ষ্মীদেবী রুবী হালদার, নরেশ বসু, কেষ্ট দাস, ছবি ঘোষাল, জীবন গোস্বামী, গৌরিশঙ্কর, আদিত্য ঘোষ, এম, চট্টোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না মিত্র, প্রভাতকুমার ঘোষাল, রতন গঙ্গোপাধ্যায়, নিরঞ্জন চৌধুরী, মহম্মদ শরিফ, ভোলানাথ কয়েল, মাঃ স্বপন, মাঃ রতন, মাঃ রনেন্দ্র ধর।

—: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—

মেসার্স কমলালয় ষ্টোর্স লিঃ ● মজুমদার ব্রাদার্স ● সি. ডি. ইণ্ডাষ্ট্রিজ

আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত

একমাত্র পরিবেশক : অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ

বকুল

বড়লোকের মেয়ে জয়ন্তী। বাপ মারা যাওয়ায় সর্বময়ী কর্ত্রী হয়েছে। ছেলেপুলের ঝামেলা বরদাস্ত করতে পারে না। অথচ তার বাড়িতে আশুতোষ স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের দঙ্গল নিয়ে জুটেছেন। উৎপাতের শেষ নেই।

আশুতোষ কাজিডাঙা মহালের ম্যানেজার—হিসাব করলে তাঁর সঙ্গে জয়ন্তীর মাতুল সম্পর্ক দাঁড়ায়। জয়ন্তী কড়া হুয়ে তাঁদের মহালে ফিরে যেতে বলে। আশুতোষের স্ত্রী নবদুর্গা যাবার সময় আশীর্বাদ করলেন, বছরের মধ্যে জয়ন্তীর বিয়েথাওয়া হয় যেন—ছেলেপুলেরও যেন বাড়বাড়ন্ত হয়। সংসারের বন্ধন জয়ন্তীর কাছে আতঙ্কের বস্তু, বিনিয়ে বিনিয়ে আশীর্বাদ করলেন তাই।

মনোরমা নার্সের কাজ করে, বাপ জনার্দনের সঙ্গে বস্তিবাড়িতে থাকে। জনার্দন ধার্মিক লোক, পূজোআচ্চা করেন—ছবি-বাঁধাইয়ের দোকান আছে তাঁর। অমরেশও থাকে ঐ বস্তিতে। অমরেশের স্ত্রী রেবার প্রসব-বেদনা উঠেছে, মনোরমা পরিচর্যা করছে। রেবা মারা গেল, ছেলেটা বেঁচে আছে।

বস্তির মালিক ফটিক অমরেশের উপর চাপ দেয়, ঘর ছেড়ে দিতে হবে। তা ছাড়া এমন নিষ্কর্মা বসে বসেও তো দিন চলবে না। বাড়িভাড়ার বাবদে ফটিক জিনিষপত্র আটক করল। ছেলে কোলে নিয়ে অমরেশ বস্তি ছেড়ে যাচ্ছে—মনোরমা ছেলে নিয়ে নিল। পারিশ্রমিক মিটিয়ে দিলে তবে ছেলে ফেরত পাবে। অমরেশেরও ভাবনা ছিল, কোথায় যাবে কি করবে এই ছেলে নিয়ে। সে-ও সোয়াস্তি পেল এবার।

একটা চাকরির উমেদারিতে বেরিয়েছিল অমরেশ। হতাশ হয়ে ফিরছে। পিছনে মোটরের হর্ন। পথ ছেড়ে অন্য দিক দিয়ে হাঁটছে—হর্ন সেখানেও। আচ্ছা ড্রাইভার তো! ঝগড়া করতে গিয়ে চিনল, গাড়ি চালাচ্ছে জয়ন্তী—অমরেশের সহপাঠিনী। চেহারা ও পোষাকে জয়ন্তী অমরেশের দৈন্য বুঝতে পেরেছে। তাকে তুলে নিয়ে হু-হু করে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। এ খেয়াল মেয়ের সঙ্গে কে পারবে? নিয়ে তুলল একেবারে কাঞ্জিডাঙার মহালে।

জয়ন্তী আশুতোষের চুরি ধরতে এসেছে। ধরেও ফেলল। এবং আশুতোষের যায়গায় অমরেশ ম্যানেজার হবে, একবার বললও এমনি। সে অবশ্য ভয়-দেখানো কথা—বিষয়আশয় নিয়ে বেশি মনোযোগ দিতে বয়ে গেছে জয়ন্তীর। অমরেশকে নিয়ে মোটরে বেরুল পল্লীশোভা দেখতে।

নদীর ধারে দু-জনের হুল্লোড়—কাদা-মাখামাখি। এক গৃহস্থবাড়ি গিয়ে উঠেছে—ঢেঁকিশালে গিয়ে বউটাকে সরিয়ে দিয়ে জয়ন্তী ধান ভানছে। বাড়িটা জানা গেল, তারই কাছারির আমিনের। আম-কাঁঠাল খেতে দিয়েছে, অমনি একপাল ছেলেপুলে এসে পড়ল। ছেলেপুলে জয়ন্তীর কাছে কেন্নোবিছের মতন। খাওয়া পণ্ড হল।

ফিরে চলেছে। পথেও নোংরা ছেলেপুলের দল। পাশ কাটাতে গিয়ে মোটর গড়িয়ে পড়ে বাঁধ থেকে। অমরেশ বিষম আহত হল।

হাসপাতালে অমরেশ। বেঁচে গেল শেষ পর্যন্ত, কিন্তু একটা পা কেটে ফেলতে হল। জয়ন্তী তাকে বাড়ি নিয়ে এসেছে।

আর ওদিকে মনোরমার কাছে অমরেশের সেই ছেলে বড় হচ্ছে। নাম বকুল। মনোরমার বড় দুঃখ, কত ছেলেমেয়ে সে একরকম হাতে

গড়ে তুলল—বড় হয়ে কেউ তারা কাছে আসে না, চিনতেই পারে না। এত বড় সংসারে একটি শিশুও তার আপন নয়। এবার বকুলকে পেয়েছে। তাকে নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত। বকুলের জন্য বাইরের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। জনার্দন খিটখিট করেন। দোকানের অবস্থা খারাপ—জনার্দনের সেকেলে ছবি আর সেকেলে বাঁধাই কেউ পছন্দ করে না। তাঁর একলার আয়ে সংসার চালানো দায়।

ফটিকের ভাড়া বাকি পড়েছে। মনোরমার জন্য সে-ই একটা কাজ জুটিয়ে আনল। কাজটা ভালো। ফটিকের মুরুব্বি দামোদর মান্নার স্ত্রী হাঁপানিতে ভুগছেন—রাত্রিবেলা রোগিনীর দেখাশুনো করতে হবে। কিন্তু গোলযোগ প্রথম দিনেই। বকুলকে অনেক কষ্টে ঘুম পাড়িয়ে মনোরমা দামোদরের মোটরে গিয়ে উঠল। চলন্ত গাড়ীর মধ্যে দামোদর তার হাত ধরতে যায়। কোন রকমে আত্মরক্ষা করে গভীর রাত্রে মনোরমা বাড়ি ফিরে এলো। মুরুব্বির অপমানে ফটিক মারমুখি হয়ে উঠবে—রাত থাকতেই তারা জিনিষপত্র নিয়ে সরে পড়ল। ভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে জনার্দন দোকান দিলেন।

জয়ন্তী নিজেকে অপরাধী ভাবছে—তার খেয়ালের জন্যই অমরেশ পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে। প্রাণঢালা সেবা করে। ওরই মধ্যে কখন নিবিড়ভাবে ভালবেসেছে তাকে। আশুতোষের মতলব, কোন আপন-লোকের সঙ্গে জয়ন্তীর বিয়েথাওয়া দেবেন—তাঁর প্রতিপত্তি চিরদিন যাতে অক্ষুন্ন থাকে। কিন্তু হল না, খোঁড়া অমরেশকে বিয়ে করল জয়ন্তী।

জয়ন্তীর ছেলে হবে। কত উল্লাস, কত রঙিন স্বপ্ন ভাবী সন্তানকে ঘিরে! ছেলেপুলে এক দিন ঘৃণার বস্তু ছিল, আজকে জননী জন্ম নিয়েছে জয়ন্তীর অন্তরলোকে। কিন্তু স্বপ্ন চুরমার—গর্ভের সন্তান বাঁচানো গেল না জয়ন্তীকে বাঁচাতে গিয়ে। কোন দিন আর তার সন্তান লাভের সম্ভাবনা রইল না।

এ বেদনা জয়ন্তীকে পাগল করে তোলে। ভুলবার জন্য নানা কাজে সে ছুটোছুটি করে বেড়ায়। অমরেশ অচল হয়ে আছে ঘরের মধ্যে—জয়ন্তীর উচ্ছলতায় ক্রমশ তার মন সন্দেহাকুল হয়। বিরোধ বেড়েই যাচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে।

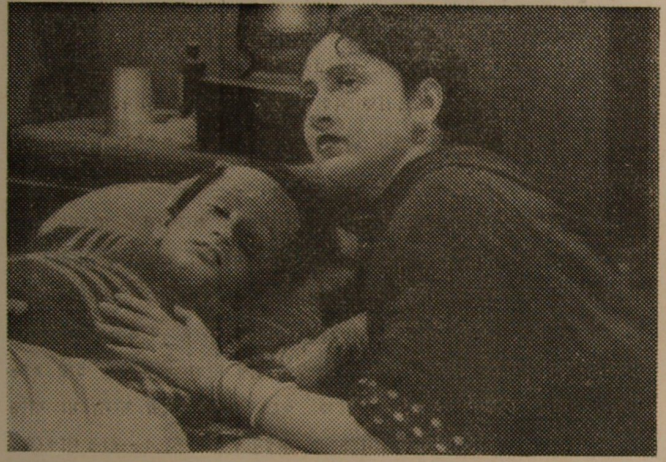

বকুলকে ডেকে এনে মনোরমা পড়াতে বসায়। পড়বেই যদি, অ-আ'র বই কেন? জনার্দনের পুঁথি নিয়ে বসা যাক। এবং বসতে হবে অবিকল জনার্দনের মতো— চোখে চশমা, হাতে হুঁকো। হুঁকো টানার কায়দা রপ্ত করতে গিয়ে হুঁকোর জলে পুঁথি ভিজে গেল। জনার্দন পুথির দশা দেখে বকুলকে মারলো এক চড়। তার পরে তাঁর নিজের চোখেই জল। এত অভাবের মধ্যে মাথার ঠিক থাকে—সহজ অবস্থায় কারো কি হাত ওঠে বাচ্চা ছেলের গায়ে?

পূজা অন্তে জনার্দন লক্ষ্য করছেন ভোগের থালা থেকে মিষ্টান্ন অন্তর্হিত হয়ে যায়। এক দিন সত্যি সত্যি দেখলেন, ধূপ ও গন্ধবাসিত ঘরের মধ্যে বংশীধারী ভোগের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন! কত বড় ভাগ্য—যাঁর নামে ভোগ তিনিই নিজে নিয়ে নিচ্ছেন! কিন্তু মনোরমার বিশ্বাস হয় না। ধরে ফেলল সে বকুলকে। দুষ্টু ছেলে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে, তারপর জানলা গলিয়ে বিগ্রহের পিছনে এসে ভোগ চুরি করে। চোর ধরিয়ে দিয়ে উল্টা উৎপত্তি—জনার্দন ভক্তিতে গদগদ, ঠাকুরই তবে বালকের মূর্তি ধরে তাঁর ঘরে এসেছেন। আগে বকুলকে নিয়ে বকাবকি করতেন, এখন মনোরমা কিছু বললে তিনিই তেড়ে ওঠেন মেয়ের উপরে।

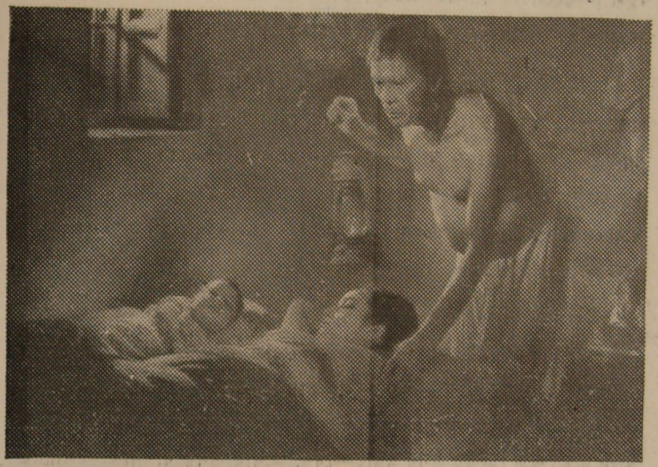

অভাব দিনকে-দিন বেড়েই চলেছে। শিববাড়ির সামনে অন্ধরা ভিক্ষা করে—বকুল অন্ধ সেজে বসেছে তাদের মধ্যে। জয়ন্তী সেখানে গিয়ে পড়ে। বকুল ধরা পড়ে গেল, তবু কৌতুক ভরে জয়ন্তী তাকে একটা টাকা দিল।

জনার্দন ছবি ফিরি করছেন। বকুলও বেরিয়েছে। ঝগড়া হয়েছে দু-জনের মধ্যে—কথা বলবে না তো! বকুল মুড়ি কিনে নিজে খায়, আর এক ঠোঙা ছুড়ে দেয় ক্লান্ত জনার্দনের কোলের উপর। জয়ন্তীর বাড়ি ঢুকে পড়ল, তারা ছবি বাঁধাবে কিনা জানতে। না সব ছবিই বাঁধানো আছে। তখন একটার উপরে ঢিল ছুঁড়ে বকুল পালিয়ে গেল। সেটা অমরেশের ছবি—ছবিটা জনার্দনের কাছে বাঁধাতে দেওয়া হল। দারোয়ানরা এদিকে বকুলকে ধরে নিয়ে এসেছে। জয়ন্তী চিনতে পারে, সেই দুষ্টু ছেলে অন্ধ সেজে যে ভিক্ষা করছিল। অনেক আদরযত্ন করে জয়ন্তী বাসায় পাঠিয়ে দিল তাকে।

অমরেশ ও জয়ন্তীতে কলহ একদিন অতিশয় তুমুল হল। অমরেশ গৃহ ত্যাগ করল। পার্কে গিয়ে বসেছে—ছেলেপুলের দল খোঁড়া ন্যাং-ন্যাং-ন্যাং—বলে তাকে ক্ষেপায়। অমরেশ ডাকে তাদের, ছেলেরা পালিয়ে গেল—দলের চাঁইটা কেবল নির্ভয়ে কাছে এসে দাঁড়ায়। কোন দিক থেকে মনোরমা ডাকল,

বকুল !—ছেলেটা পালিয়ে যায়। এই তার ছেলে—ছেলের নাম বকুল ?" অমরেশ ছুটে ধরবে তাকে, বগল থেকে ক্রাচ পড়ে গেল।

চারিদিকে অমরেশের জন্ম খোঁজাখুঁজি চলছে। থানার লোকে অমরেশের ছবি চাচ্ছে। ছবি দেরত আনতে জয়ন্তী নিজে জনার্দনের দোকানে গেল। আরও আছে—নিঃসঙ্গ নারী বকুলকে একটু কাছে পাবার জন্ম ব্যাকুল হয়েছে। গিয়ে শোনে, বকুলের অসুখ। আর দোকানে গাদার মধ্যে দেখতে পেল অমরেশ-রেখার যুগল ছবি। কবে অমরেশ বাঁধাতে দিয়েছিল, পড়ে আছে সেই থেকে।

বকুলের রোগশয্যার পাশে স্বামী-স্ত্রীর দেখা হল আবার। আগের বিয়ের কথা অমরেশ জানায় নি—জয়ন্তীর ক্ষোভ সে জন্ম নয়। অভিমানে সে ভেঙে পড়ছে—"খোকার বাপ তুমি, আর চক্রান্ত করে আমায় মা হতে দাও নি। এক গা ধুলো মেখে সোনার পুতুল রাস্তায় রাস্তায় ছবি বেচে, অসুখ হয়ে ভিজে মেজের উপর গড়ায়—দেখ, আমার উপর যা খুশি অত্যাচার করো গে, ছেলের হেনস্থা আমি কিছুতেই সইব না।"

হল তাই। রোগমুক্তির পর বকুলকে নিয়ে জয়ন্তীর নতুন গৃহপ্রবেশ। মনোরমা-জনার্দনও এসেছেন। গৃহ আজ আনন্দ নিকেতন।

(১)

—এক—
শাখার বাঁধন দুটি ফুলে
ছড়ায় স্বপন
মিষ্টি গো !
—সেথা—
চাঁদ-জপালির চূর্ণগুলি
ঝরায় চাঁদের
সৃষ্টি গো !!
দুটি মনের একটী কথা—'তোমায় ভাল বাসি'
(যেন) পাখনা মেলে রাতের মায়ায় ঝিক্-
মিকিতে হাসি—
—তাই—
কী দেখিতে কী দেখে মোর
কী রং রঙ্গীন
দৃষ্টি গো !!

(২)

বিরাগের
বাঁধন ছিঁড়ে ···
কোন 'মায়া' আজ ডাকলো রে !
কী ··· জানি ···
কোন খুশীতে
এই মনে—'কে'—জাগলো রে !!
—রং—ধরালো অঙ্গে আমার কোন সে 'কাঁচা-
সোনা' গো।
দোলায় মোরে 'সারাটিক্ষণ' কার সে
'আনাগোনা' গো।
খেয়ালী
হৃদয় জুড়ে'
কার 'ছবি' কে আঁকলোরে !!
মানে না !···মন মানে না !···আর মানেনা গো।
জানেনা !···দুই আঁখি আজ···ঘুমজানেনা—গো
নাইবা চোখে 'ঘুম' আজি নামলো !—
স্বপ্ন-বিবশ-রাত-জাগা এই—
নাইবা ক্ষণেক থামলো !
নাইবা ক্ষণেক্ থামলো রে !!
দুধ্ সাগরের ও'পার হ'তে···পক্ষীরাজে চড়ে'—
'স্বপ্নপুরীর' 'পূর্ণিমা-চাঁদ' এলো কি মোর ঘরে !
—দিনের পরে দিন চলে যায় !—মাসের পরে
মাস !—
কার কথা এ যায় বলে যায় ! দেয় গো কার
আভাস্—
—'কে' আসে ওই ! 'কে' আসে !—
শিশির-ভেজা-শিউলি-ফুলের—
—অবাক মৃদু সুবাসে—!!
ঝির্ ঝির ঝির সমীরণে

ঘুমভাঙা প্রাতে—
'কে' আসে ওই ছায়াবনের
সবুজ দোলাতে !
'কে' আসে রে—দিশে-হারা 'রাত-ভোরে' !!
—কে আসে— !
—কে আসে— !!

সমাপ্তির পথে

রাইকমল

কাহিনী
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালনা • সুবোধ মিত্র
সঙ্গীত • পঙ্কজ মল্লিক
চরিত্রে
কাবেরী বোস • উত্তম
নীতিশ • চন্দ্রাবতী
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

গোধূলি

কাহিনী • নরেন্দ্র নাথ মিত্র
পরিচালনা • কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়

*

একমাত্র পরিবেশক
অরোরা ফিল্ম
কর্পোরেশন লিঃ
১২৫, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

*

মুক্তি প্রতীক্ষায়

আরারা ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ

এর

সশ্রদ্ধ নিবেদন

জয়দেব

৺ হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের
বিখ্যাত নাটকের চিত্ররূপ

পরিচালনা • ফণী বর্ম্মা

সংগীত • নচিকেতা ঘোষ
শিল্প নির্দেশনা • সত্যেন রায়চৌধুরী

রূপায়ণে
অসিতবরণ • রবীন • পাহাড়ী • বিকাশ
তুলসী • ভানু • হরিধন • ছয়া • জহর
সন্তোষ • বিজয় • শিশির • শশাঙ্ক
দেবযানী • অনুভা • পদ্মা • রমা
শ্রীমান বিভু প্রভৃতি

সংগীতাংশে
অসিতবরণ • রবীন • নচিকেতা
দ্বিজেন • সতীনাথ • প্রতিমা
গায়ত্রী • উৎপলা প্রভৃতি

সুরুচি সম্মনা
মেয়েরাই
জানেন-

ভেষজ বিশারদ
নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর
হিমকল্যাণ-
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয়
কেশ তৈল

অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্যাদি
• পাম্মি কোকো
সুবাসিত নারিকেল তৈল
• যোজন গন্ধা
(সুগন্ধি)
• ভৃঙ্গাম্বলা
তিল তৈল
ভৃঙ্গরাজ, আমলা
ও সুগন্ধি সহযোগে
প্রস্তুত

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ লিঃ, কলিকাতা-৪ EPS

নিউ থিয়েটার্সের পক্ষে শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন, ১২৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত এবং মহাজাতি আর্ট প্রেস, ১৩৬বি, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫ হইতে মুদ্রিত।